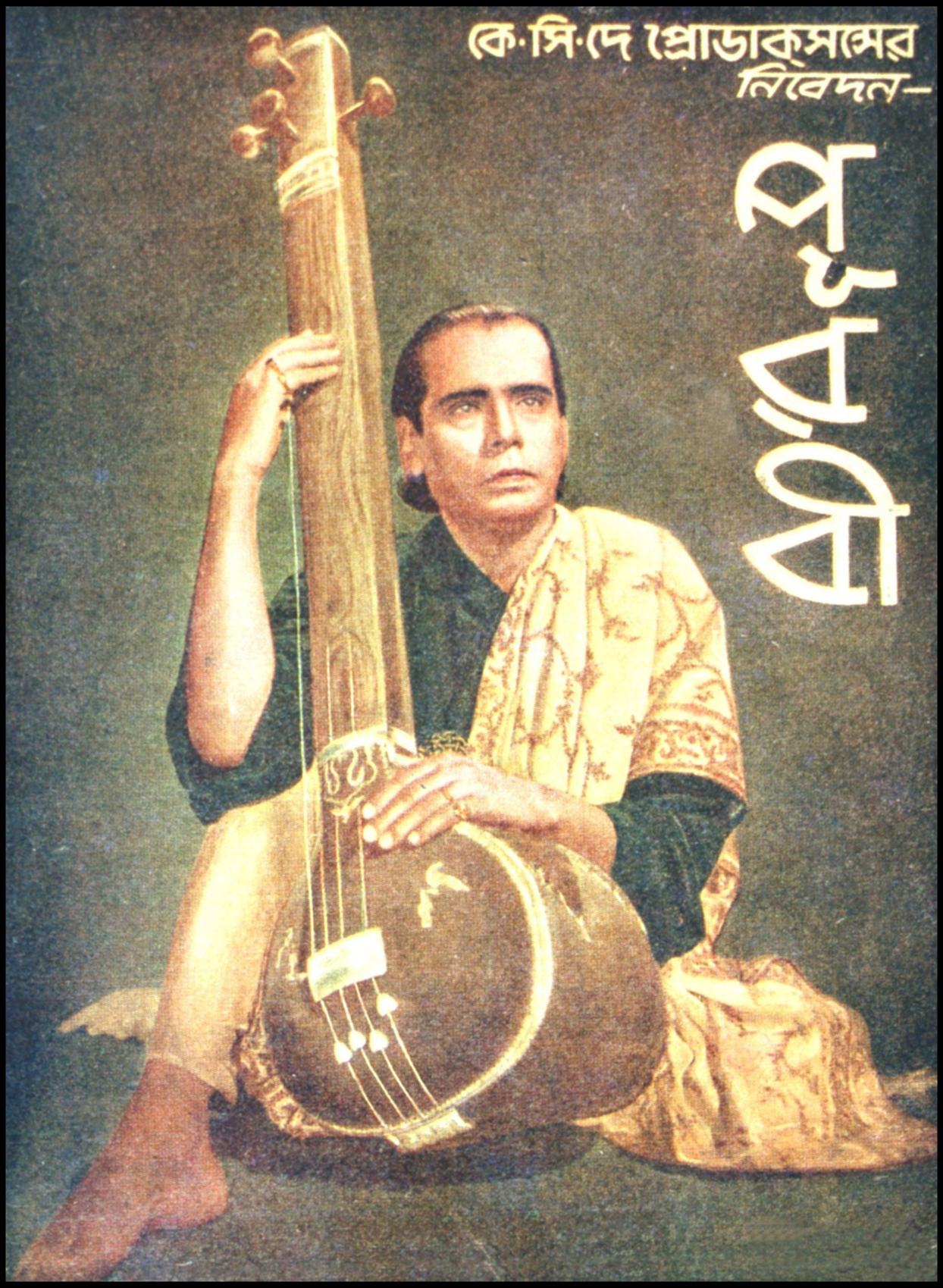

কে·সি·দে প্রোডাক্‌সন্সের
নিবেদন-
পূরবী

কে, সি, দে প্রডাক্‌সন্সের

নিবেদন

"পূরবী"

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—চিত্ত বসু

সঙ্গীত পরিচালনা—কৃষ্ণচন্দ্র দে ও প্রণব দে

কাহিনী	—নিতাই ভট্টাচার্য্য	গীতিকার	—শৈলেন রায়
প্রধান শব্দযন্ত্রী	—যতীন দত্ত		—জাকির হোসেন
শব্দ যন্ত্রী	—গোবিন মল্লিক	চিত্রশিল্পী	—নিধু দাসগুপ্ত
রাসায়নাগারিক	—শৈলেন ঘোষাল	সম্পাদক	—কমল গাঙ্গুলী
কর্ম্মসচিব	—বিমল ঘোষ	শিল্প নির্দ্দেশক	—তারক বসু
কারুশিল্পী	—গুপি সেন	আলোকসজ্জা	—এস, কে চাট্যার্জ্জী

—সহকারী বৃন্দ :—

পরিচালনায়	—অধীর মুখার্জ্জী	আলোকসজ্জায়	—ভীষ্মদেব সরকার
	বিশ্বনাথ দাসগুপ্ত		—কমল চক্রবর্ত্তী
চিত্রশিল্পে	—তারক দাস		—অমূল্য দাস
	বিজয় ঘোষ		—শম্ভূ ঘোষ
শব্দযন্ত্রে	—রামপদ পুরকায়স্থ		—রবীন দাস
	নির্ম্মল সেনগুপ্ত	কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন	—এম, পি, প্রডাক্‌সন্স
সম্পাদনায়	—পঞ্চানন চন্দ্র		—নিউ থিয়েটারস্‌ লিঃ
ব্যবস্থাপনায়	—সুবোধ পাল		—ইষ্টার্ণ টকিজ লিঃ
	প্রফুল্ল বসু		—কমলালয় ষ্টোরস্‌ লিঃ
রসায়নাগারে	—গোপাল গাঙ্গুলী		—ইলেকট্রিক্‌ ট্রেডিং
	—ভোলা মুখোপাধ্যায়	আবহ সঙ্গীত	—বাসন্তিকা অর্কেষ্ট্রা
	—নিরঞ্জন সাহা		
	—সুবেশ রায়		
	—শৈলেন চট্টোপাধ্যায়		

* * *

কালী ফিল্মস ষ্টুডিয়োতে গৃহীত

—ঃ ভূমিকায় ঃ—

কৃষ্ণচন্দ্র দে, সন্ধ্যারাণী, পরেশ ব্যানার্জ্জী,
তুলসী চক্রবর্ত্তী, কানু বন্দ্যোঃ, সন্তোষ দাস, প্রফুল্ল দাস, সুহাসিনী প্রভৃতি।

একমাত্র পরিবেশক—সানরাইজ ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স

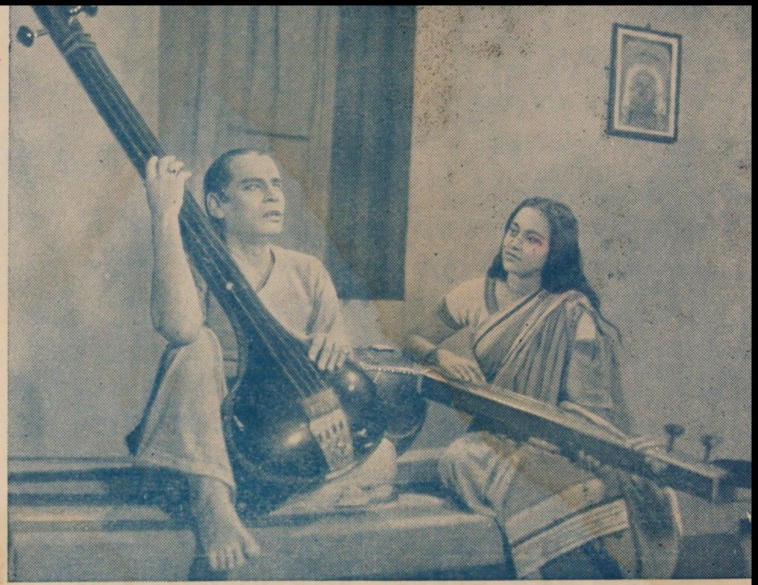

আদর্শবাদী সঙ্গীতাচার্য্য চন্দ্রনাথকে দুঃসহ দারিদ্র নাগপাশের মতই ঘিরে ফেলেছে তবু তিনি তাঁর গুরুবংশের ঘরোয়ানাটুকুই আঁকড়ে পড়ে রইলেন,—আশা এই যে সে রত্ন ছোটভাই উমানাথকে নিঃশেষে দান করে যাবেন।

উমানাথ কিন্তু বাস্তববাদী। জীবনের কোন দাবীকেই সে অস্বীকার করে না। তাই একদিন দাদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বল্লে সে "শুদ্ধ সঙ্গীতকে আঁকড়ে ধরে থাকলে মন হয়তো ভরবে কিন্তু পেট ভরবে না।"

চন্দ্রনাথ আহত হলেন তবু এটা ভাবতে পারেন নি যে উমানাথ তাঁর প্রিয়তম শিষ্য হয়েও সত্যিই একদিন সুরলক্ষ্মীকে পসারিণী সাজাবে। জানতে পারলেন সেদিন, যেদিন দেনার দায়ে তাঁর পৈতৃক ভিটা বিক্রয় হয়ে গেল আর উমানাথই সেটা কিনে নিলে নিজের নামে। যাকে

এতদিন অন্তর দিয়ে গড়ে তুলতে
চেয়েছিলেন তার কাছ থেকে এই রূঢ়
আঘাতের জন্য চন্দ্রনাথ প্রস্তুত ছিলেন না।
তবু ভাইকে তিনি অভিযুক্ত করলেন না।
নীরব অভিমানে দীনুখুড়োর হাত ধরে অন্ধ
চন্দ্রনাথ আশ্রয় নিলেন বস্তীর ধারে দীনতম
কুঁড়ে ঘরে।

ছাই গাদাতেও মাণিক পড়ে থাকে—এমনি মাণিকের সন্ধান একদিন চন্দ্রনাথ পেলেন বোধ করি ভগবানের দয়াতেই। রাস্তার ধারে কল্‌তলায় পূরবী গান গাইছিল। বস্তীর মেয়ে সে, কিন্তু অপূর্ব্ব তার কণ্ঠ, অপরূপ তার চেহারা। ইলেক্ট্রীক মিস্ত্রি পিয়ারীলাল বলে "তুই মাইরি যেন বিদ্যুতের তার—ছুঁয়েছ কি 'সক্' মেরেছে।

চন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনে হল এতকাল তিনি যেন এমনি প্রতিভার জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেন। পূরবীর বাবা রতিকান্তের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি তাকে নিয়ে এলেন নিজের কাছে, তারপর সুরু হল সাধনা।

বর একদিন মিলল। পূরবী হ'ল কিন্নরকণ্ঠী। যশ এল, প্রতিষ্ঠাও এল। লোকে তার গান শোনবার জন্য পাগল—

তবু পূরবী অতৃপ্ত। কিন্তু কেন? এ কেনর জবাব কে দেবে? পূরবী কাকে বোঝাবে তার জীবনেও চাওয়া আছে, পাওয়া আছে, আরও হাজার রকমের দাবী আছে। পানপাত্র থেকে জীবনসুধাটুকু সে নিঃশেষে পান করিতে চায়। তাই গুরু চন্দ্রনাথকেও একদিন সে ছেড়ে গেল। কিন্তু যা চেয়েছিল তা পেল কি?

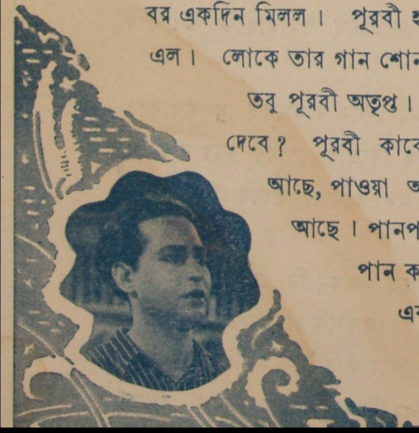

(১)

স্বপন ছিল গো তোমারে দিয়ে যাবো
আমারি যত গান
ফোটায়ে আঁখিজলে সুরের শতদলে
কণ্ঠে দিও মান।
এ গান মালা করে
স্মরণে রেখো মোরে
সুরের মাধুরী এ তোমারে দিনু দান॥

(২)

ফুলে ফুলে মধু কাঁদে শোন ভ্রমরারে
দেখা হলে ব'ল তুমি ব'ল বঁধুয়ারে
ভালবাসা বড় জ্বালা
হল এ গলার মালা
ভুলে যদি যায় মোরে ভুলিব না তারে।

(৩)

শ্যামলের বাঁশী বাজে যমুনারি তীরে
সাজ মোর রাধারাণি চল ধীরে ধীরে।
নূপুর বাজিবে পায় ননদী জাগিবে হায়
বিমনা বাতাসে বাঁশী রহি রহি ফিরে॥

(৪)

চলিতে চলিতে ছড়াই স্বপনে
ফুল ফোটানোর ছন্দ
আমি যে বসন্ত
পলাশে রঙনে সারা বেলা
রঙে রসে মোর নানা খেলা
গোলাপের বুকে মদির গন্ধ
আমরই আনন্দ।
অগ্নি বীণায় বেঁধেছি গানের পালা
মালায় গেঁথেছি অনল ফুলের জ্বালা
প্রখর নিদাঘে পিঙ্গলে মোর আকাশ দিগন্ত
চলিতে চলিতে জড়াই চরণে
কাল বৈশাখীর ছন্দ
ফুরালো বসন্ত।
রামগিরি পথে নামে বেদনায় অলকার মেঘভার
কোন বিরহিনী ছিঁড়িয়া ফেলেছে অশ্রু মুকুতাহার
প্রদীপ নিভেছে প্রিয় নাই কাছে
মেঘের মৃদঙ্গ রহি রহি বাজে
কান্ত পবন বিরহে মগন কেতকীর আঁখি অন্ধ।
ছিন্ন মেঘের শুভ্র তরণী গগনে গগনে ফিরে
সাদা ঢেউ তুলে কাশের গুচ্ছ দুলিছে
নদীর তীরে
কামনা আমার হয়েছে আজিরে
শেফালী বনের গন্ধ।

মাঠে মাঠে ধান ওঠে দুলে দুলে
অপরাজিতারা চাহে আঁখি তুলে
এল যে হেমন্ত।
ঝরানো পাতার পথে
কে তুমি সন্ন্যাসী
তোমার হাতে যে সব হারাবার বাঁশী
ওগো হিম ঋতু ওগো ও শিশির
কোথায় তোমার অন্ত।

(৫)

রাধার কি হ'ল কেমনে জানি
হিয়া দুরু দুরু মন উড়ু-উড়ু
মুখে নাহি সরে বাণী
অধীর চরণ ধীর হইয়াছে
চপল চাহনি চোখে
মৃগ চরণের গতি রাগ যেন
খেলিছে নয়ন লোকে।
বুকের আঁচল খসি খসি পরে
তবু না চেতন পায়
কবরী খুলিয়া কেশ এলাইয়া
উড়িছে অবুঝ বায়
উদাস উদাস দীঘল নিশাস
হিয়া তরঙ্গ তোলে
(যেন) যুগল কমল ভ্রমরের লাগি
কামনার বায়ে দোলে।

কৈশোর গেল লাবনি বহায়ে
যৌবনে ঢল এলো
সাজেনা সাজেনা আর কিশোরীর
দেহে দেহে এলো মেলো
চলিতে চলিতে ঢলি ঢলি পরে
এ সখি কেমন ভাব
মনে হয় যেন সুযোগ পাইয়া
কেটেছে কৃষ্ণ সাপ।

(৬)

উতল হাওয়া ডাক দিয়েছে
আয়,
ফুল ফোটানো ফাগুন দিনের
বনের ছায়।
আপন প্রাণের সুধায় ভরা
পাত্রখানি উছল করা
পান করে নাও গোলাপ বনে
ভ্রমর যেথা গায়।
প্রজাপতির পাখার মতন
রঙীন মোদের দিনগুলি
ফুলের চোখে শিশির হ'য়ে
আলোর বুকে রয় দুলি
যৌবনেরি সাগর বেলা
খেলতে শুধু প্রাণের খেলা
স্বপন লোকের সোনার হরিণ
যেথায় ধরা যায়।

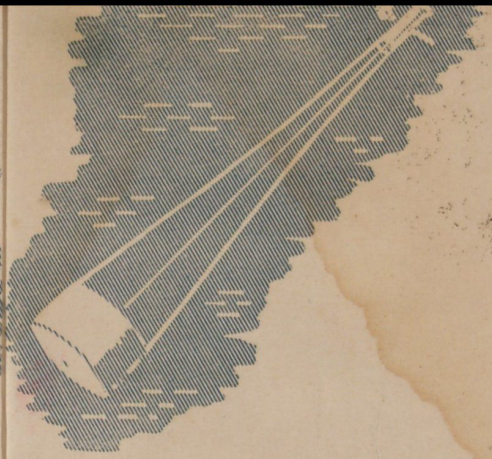

(৭)

আজ সুনহয়রে জীবন কী হাম্ শুনতে হঁয়
ইয়ে ক্যায়সী পুকার
জাগ উঠিঁ মনকি আশাঁয়ে ঝুম্ উঠা
হৃদয় সন্সার্
ফয়েল্ গেয়ী এক্ যোত্ নীরালী
জীবন্ কী হরমনজিল্ মে
ক্যায়সা ইয়ে আনন্দ্ সন্দেশা সাথ মে
লেকর আয়ী বাহার্।
আয়া হয় অব্ ন্যয়া জমানা,
চল্ কর্ দুনিয়া ন্যয়ী বনায়েঁ,
বীত্ গায়ী উয়ো রীত্ পুরানী
ভুল যায়েঁ পিছলে বেওহার্
আরমানোঁ কী চঞ্চল নেইয়া
আব্ তো ছোড় চুকী হয় কিনারা
প্রেমকী শক্তি দেগী সাহারা
পৌঁহচেগী সাগর কে পার্।

(৮)

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ।
বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ।
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু।
উছলল মনহি মনোভব সিন্ধু।
পন্থ বিপথ কিছু লখই না পারি।
দামিনি চমকি চলয়ে অনুসারি।
চলইতে দীগ ভরম জনি হোয়।
গোবিন্দদাস সংগে চল্ গোয়।

(৯)

আমি গান গাহি যবে
মনে মনে জাগে আশা।
শুধু দিয়ে যাবো আর
নিয়ে যাবো ভুবনের ভালবাসা।
হৃদয়ের সুধা দিয়ে
ভরিব পাত্রটী এ
আঁধারে আলোকে বাঁধিব এ সুরে
জীবনের কাঁদা হাসা।
শুধু দিয়ে যাবো আর
নিয়ে যাবো ভুবনের ভালবাসা।
আমারি এ গানে যেন পূজা পায়
মানুষের ভগবান
গানের প্রণাম তাহারে দিলাম দান
বাঁধিব মিলন ডোরে
সবারে আপন করে
এ গান গাহিয়া আশাহীনে আশা
ভাষাহীনে দিব ভাষা।

1948

পূরবী

বাণীচিত্রে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে মহাশয়ের গানগুলি

হিজ মাষ্টার্‌স ভয়েস

রেকর্ডেও পাওয়া যাইবে

৩৫৬/২, আপার চিৎপুর রোডস্থ কে, সি, দে প্রোডাক্‌সন্সের পক্ষ হইতে শ্রীসুশীলকুমার শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং প্রকাশিত ও ১২৩-১, আপার সার্কুলার রোডস্থ দীপালী প্রেস কলিকাতা হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—দুই আনা